তাবলীগ জামাতঃ উদ্দেশ্য ও পরিনাম

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আ'লামীন। ওয়াসসালাতু ওসসালাম আ'লা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বাদ। আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

"যারা মুমিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কোরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহবান করা হয়" (সূরা হা-মীম সেজদাহ, আয়াত-৪৪)

প্রথমেই জানিয়ে রাখি আমার এই লেখালেখির উদ্দেশ্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বা মহলকে আঘাত পৌঁছানো নয় বরং আমার ব্যক্তিগত গবেষণা ও মুসলিম ভাইবোনদের সাথে তা বিনিময়ের প্রেক্ষিতে দুটি কথা লিখছি। যেহেতু বিষয়টি খুবই নাজুক ও স্পর্শকাতর তাই অনেকেই ব্যাপারটিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ বলে ভূল ভাবতে পারেন। আমি সে জন্য শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

তাবলীগ জামাত অন্যান্য ইসলামী জামাতের মত প্রসিদ্ধ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় যাদের নিজস্ব আকীদা ও কিছু ধর্মীয় অনুশাসন রয়েছে। মাওলানা ইলিয়াছ সাহেব ১৯২৬ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের মেওয়াত এলাকায় তাবলীগ জামায়াতের গোড়াপত্তন করেন এবং শুরুর দিকে এলাকা ভিত্তিক জামাতের আয়োজন করেন। কালক্রমে দলটির কার্যক্রম সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তবে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তাবলীগ জামায়াতের অন্যতম ঘাটি হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। আর তখন থেকেই বাংলাদেশে বিশ্ব ইজতেমা নামক বার্ষিক সমাবেশে বিপুল পরিমান লোকজনের জমায়েত শুরু হয়।

তাঁদের ভাষ্যমতে দলটির ভিত্তি হল সূরা আল ইমরানের ১১০ নং আয়াতঃ "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের (কল্যাণের) জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।" উদ্দেশ্য সাফ, ইসলামী দাওয়ার প্রচার করা (আলহামদুলিল্লাহ্)। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দলটিতে বিভিন্ন মুল্লুকের আলেম সম্প্রদায় যোগ দেওয়ায় নানা মতের সৃষ্টি হয় ও কিছু নতুন আকীদা, অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই একটি "চিল্লা" নামে বাংলাদেশে বহুল প্রসিদ্ধ।

বাংলাদেশে তাবলীগ জামাতের ব্যপক ফলপ্রসূতার প্রথম এবং প্রধান কারণ হল লোকজনের ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অভাব, তাছাড়া যেহেতু ফ্রি পেলে বাঙালী আলকাতরা খায় তাই সস্তায় জান্নাতের খোঁজে পীর সাহেবের চরণে লুটিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় কারণ হল, ইসলাম কর্তৃক প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতি অবৈধ হলেও বাংলাদেশি গণতন্ত্রে ধর্মীয় দলের অংশগ্রহনের বৈধতা রয়েছে। বহু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের গুরুর মদদে বিনাবাধায় তাবলীগ জামাত তার দলীয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামি দাওয়াত নিয়ে তাঁরা রীতিমত পাগল, কিন্তু সত্যি কি ইসলাম এমন উন্মাদনা সাপোর্ট করে? স্ত্রী-সন্তান-সংসার সব কিছু ছেড়ে বৈরাগী হওয়ার নাম কি ইসলাম? দিন-দুনিয়া, রাষ্ট্র, সমাজব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরে শুধু বেতাল হয়ে মসজিদে রাত্রিযাপনের নাম কি ইসলাম? আপনি শুধু হেঁটেই চললেন হেঁটেই চললেন হেঁটেই চললেন আপনারই মত অন্যদের সাথে, এরই নাম কি ইসলাম? ইসলাম বাস্তবধর্মী জীবনব্যবস্থার নাম, শুধু উদ্দেশ্য ভাল বলে কোন কাজকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয়না যদিনা তাঁর ফল ভাল হয়, ফল আশানুরূপ না হলে তৎক্ষণাৎ তা রহিত হয়ে যায়।

তাবলীগ জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হয়ত ভাল ছিল কিন্তু আউটকাম বাতিল ও বিদ' আতে ভরপুর। তাবলীগ জামাতের মহা প্রসিদ্ধ প্রোগ্রাম চিল্লায় যাওয়া লোকজনের মধ্যে উঠতি বয়সের বালক ও কর্মজীবন হতে অবসরপ্রাপ্ত লোকজনের সংখ্যা বেশি। তারা ব্যাপারটাকে একরকম পিকনিকের মত নেয়। প্রতিবছর হাজার হাজার ছেলে এসএসসি পরীক্ষা শেষে সময় কাটানো ও মজা করার উদ্দেশ্যে চিল্লায় যায়। কিন্তু তারা যে শুধু মজাই করে তা কিন্তু না, মজা করতে গিয়ে জাল ও যইফ হাদিসে ভরা " ফাজায়েলে আমল" নামক কিতাব হতে দরস শুনে বিদ'আতে ভরা ইবাদত নিয়ে ঘরে ফেরে।

তাবলীগ জামাতের কিতাবসমূহ হতে কিছু জাহিলিয়াতের দলিলঃ

তাওহিদের ভিন্নতর ব্যাখ্যা, যা শিরকের আদলে প্রতিষ্ঠিত:

কুতুবখানা ফাইজি, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত ফাজায়েলে আমল কিতাবের ৫৫৭-৫৫৮ পৃষ্ঠায় মৌলভি জাকারিয়া সাহেব তাওহীদের ব্যখ্যায় লিখেছেন, "ও আল্লাহ, আমি খুব

নগন্য, আমি কিছুই না, আপনারই নিকট ছায়া রয়েছে, আপনার মধ্যেই সব কিছুর অস্তিত্ব। আমি কে? আমি কিছুই না, আমি যা আপনি তা"

নাউযুবিল্লাহ! "আমি যা আপনি তা??? আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালার একত্ববাদ তাহলে থাকল কোথায়?

*** ৫৬১ পৃষ্ঠায় তিনি আরও লেখেন, আব্দুর রহিম শাহ রায়পুরি বলেন "আল্লাহ বলেন: যাহা কিছু এই বিশ্বে রয়েছে সব কিছুই আমারই রূপ মাত্র"

মৌলভি সাহেবের আল্লাহ সম্পর্কে এমন উক্তি সর্বেশ্বর মতবাদকে ইঙ্গিত করেনা কি???

*** ইমাদুল্লাহ মাক্কী মুহাজির "শামীম-ই-ইমদাদীয়া" নামক কিতাবে লেখেন "কায়া/ অস্তিত্ব পাওয়ার পূর্বে মানব নিজেই সৃষ্টিকর্তা ছিল, এবং মানব নিজেই সৃষ্টিকর্তা"

আস্তাগফির! এটার নাম তাওহিদ? আর এর নাম ইসলাম?

*** ফাজায়েলে দরূদ (পাক ভার্সন) এর ১৩৩ পৃষ্ঠায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে লেখা আছে "কেউ কিছু জানেনা, আসলে আপনি ছিলেন সাত্তারের অংশ"

নাউযুবিল্লাহ! হুযুরে পাক (সাঃ) আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ার অংশ এমন আকীদা সুফিবাদি ঢঙি ইমামগন রাখেন। অথচ একই আকিদা নিয়ে তাবলীগ জামাত দ্বীন প্রচার করছে।

***জিকিরে খফি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে “প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে এমন সব রহস্য রহিয়াছে যাহা ফেরেস্তাগণও জানিতে পারে না” (ফাজায়েলে আমাল , ফাজায়েলে জিকির অধ্যায় , ৩০৫ পৃষ্ঠা)"

এখানে লেখক ফেরেস্তা বলতে হিসাবরক্ষক ফেরেসতাদ্বয়ের (কিরামান, কাতেবিন) কথা বুঝিয়েছেন। প্রথম কথা হল জিকিরে খফি নামক কোন ইবাদাতের চিহ্নমাত্র কুরআন হাদিসে নেই আর দ্বিতীয়ত কিরামান কাতেবিন সম্মানিত ফেরেসতাদ্বয় বান্দার সকল আমল সম্পর্কে যে অবগত থাকেন তাঁর দলিল সরাসরি কূরানুল কারিমে স্পষ্ট ভাষায় পাওয়া যায়।

“আর অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে । কিরামান কাতিবীন। তারা সব জানেন তোমরা যা করছো। (সূরা ইনফিতার:১০-১২)

তৃতীয় কথা হল, এখানে বান্দা ও আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালাকে প্রেমিক প্রেমিকা বলে

আখ্যায়িত করা হয়েছে যা কিনা সম্পূর্ন বেয়াদবি মূলক আচরণ। পথভ্রষ্ট সূফি সম্প্রদায়ের লোকজন এমন কথা বলে থাকেন যা বাতিল ও চরম গুনাহের কাজ।

মৃত্যু সম্পর্কে একটি ঘটনা

“আবু আলি রোদবারি (রঃ) বলেন, ঈদের দিন একজন ফকির আসিয়া আমাকে বলিল যে এখানে কি কোন পরিস্কার জায়গা আছে যেখানে একজন ফকির মরিতে পারে? আমি ইহা বাজে কথা মনে করিয়া বলিলাম, ভিতরে এসে যেখানে ইচ্ছা মর। সে ভিতরে আসিয়া ওযু করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িল ও মারা গেল। আমি তাহার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করার পরে দেখিবার জন্য কাফন হটাইয়া দেখিতেই সে চোখ খুলিয়া ফেলিল। আমি তাহাকে বলিলাম, মৃত্যুর পরেও জীবন? সে বলিল আমি জীবিত ও আল্লাহর প্রত্যেক আশেকই জীবিত থাকেন। আমি তোমায় কাল কিয়ামতে স্বীয় প্রতিপত্তিতে সাহায্য করিব”। " (ফাজায়েল সাদাকাত, ২য় খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা)

এর থেকে মজার আর কি হতে পারে? পথমত ফকির তার মৃত্যু সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিল, দ্বিতীয়ত ফকির মারা গেল, তারপরও চোল খুলে রোদবারি (রঃ) এর সাথে কথা বলল! অথচ আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা কুরানুল কারিমে বলেন

"কেউ জানেনা কোন স্থানে সে মৃত্যুবরন করবে।” (সূরা লুকমানঃ ৩৪)

নবী-রাসূলগনও (আলাইহিমুসসালাম) মৃত্যুর কথা আগে থেকে জানতেন না অথচ ফকির সাহেব ঠিকই জানতেন। এহেন মিথ্যা বানোয়াট গল্পের যায়গা ইসলাম নয়।

নবী (সাঃ) সম্পর্কে মিথ্যাচারঃ

হজরত শায়খ আহমদ রেফয়ী (রঃ) ৫৫৫ হিজরী সনে হজ্জ সমাপন করিয়া নবীজির রওজা জিয়ারতের জন্য মদিনায় হাজির হন।

সেখানে তিনি নিম্নোক্ত রওজার সামনে দাঁড়াইয়া নিম্নোক্ত দুটি বয়াত

পড়েন। “দূরে থাকা অবস্থায় আমি আমার রুহকে হুজুর সাঃ এর খেদমতে পাঠাইয়া দিতাম। সে (রুহ) আমার নায়েব হইয়া আস্তানা শরীফে চুম্বন করিত। আজ আমি স্বশরীরে দরবারে হাজির হইয়াছি। কাজেই হুজুর আপন হস্ত বাড়াইয়া দেন যেন আমার

ঠোট উহাকে চুম্বন করিয়া তৃপ্তি হাসিল করে। বয়াত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবর হইতে হাত মোবারক বাহির হইয়া আসে এবং হযরত রেফায়ী উহাকে চুম্বন

করিয়া তৃপ্তি হাসিল করেন। বলা হয় যে, সে সময় মসজিদে নববীতে ৯০ হাজার লোকের সমাগম ছিল। সকলেই বিদ্যুতের মতো হাত মোবারকের চমক দেখিতে পায়। তাহাদের মধ্যে মাহবুবে ছোবহানী আব্দুল কাদের জিলানীও ছিলেন। (ফাজায়েলে হজ্জ-২৫৮ পৃষ্ঠা ২৩তম নবী প্রেমের কাহিনী)

আস্তাগফিরুল্লাহ। নাবী (সাঃ) সম্পর্কে এহেন মিথ্যাচার!!! ৯০ হাজার লোক এই ঘটনার সাক্ষী অথচ ইসলামী ইতিহাসবেত্তারা এ সম্পর্কীত কোন ঘটনাই জানেন না। ওহে নির্বোধ মুসলিম, দিনের আলোয় ফিরে আয়।

তাবলীগ জামাত দাবী করেন তাঁরা সারাবিশ্বে ইসলামী দাওয়ার প্রচার করছেন এবং মক্কামুকারম্মার ইমামগন ও বিশ্ববরেণ্য আলেমেদীন তাঁদের সাথে রয়েছেন। আসুন দেখে নেই কিছু প্রসিদ্ধ আলেমদের তাবলীগ জামাত সম্পর্কে মন্তব্য...

বিশ্বখ্যাত মুসলিম আলেমেদীন ব্যক্তিবর্গের মন্তব্যঃ

০১। শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ):

(সূত্রঃ মাযমু ফাতাওয়া আল শাইখ ইবন বায, ৮/৩৩১)

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য । অতঃপর, তাবলীগ জামা’আতের নিকট আক্বীদাহর ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ধারণা নেই। সুতরাং তাদের সাথে বের হওয়া উচিত নয় । একমাত্র যার

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’তের আক্বীদা সম্পর্কে জ্ঞান ও স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে সে বের হতে পারে, এজন্য যে তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতে এবং প্রয়োজনীয় নাসীহাত করতে পারে এবং তাদেরকে কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা করতে পারে..."

০২। মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আল শাইখ (রহঃ) (সাবেক গ্রান্ড মুফতী, SA):

(তথ্য সূত্রঃ ফতওয়া ও চিঠিপত্র, শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শাইখ, খন্ড ১ পৃঃ ২৬৭-২৬৮)

তিনি তথ্য মন্ত্রনালয়ের প্রধানকে লেখা পত্রে তাবলীগ জামা’আত সম্পর্কে বলেন, আমি

মহোদয়ের নিকট এ প্রতিবেদন পেশ করছি যে, এই জামা'আতের কোনই ফায়দা নেই, এটি একটি বিদ'আতী এবং গোমরা সংগঠন। তাদের নিসাব গ্রন্থ পড়ে দেখলাম, তাতে গোমরাহী এবং বিদ'আত ভরপুর। এতে কবর পূঁজা এবং শিরকের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। বিষয়টি এমনই যে, এ ব্যাপারে চুপ থাকা যায় না । এজন্য অবশ্যই আল্লাহ চাহেন তো আমি এর প্রতিবাদ লিপি পাঠাব যেন এর বিভ্রান্তি ও বাতিল প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যেন, তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেন এবং কালিমাকে সুউচ্চে রাখেন- আমীন। (তারিখঃ ২৯/০১/১৩৮২ হিঃ)

০৩। শাইখ সালিহ আল ফাওযানঃ

(সূত্রঃ সালাস মিহাদারাত ফিল-ইলম ওয়াল দাওয়াহ)

তিনি বলেন, আল্লাহর জন্যে বের হওয়া বলতে তারা যে ধরণের বের হওয়াকে বুঝে থাকে আসলে তা নয়। আল্লাহর জন্যে বের হওয়া বা আল্লাহর রাস্তা বলতে বোঝায় জিহাদের জন্যে বের হওয়াকে । তারা বের হওয়ার জন্যে যেভাবে আহবান করে থাকে তা একটি বিদ'আত

যা সালাফদের থেকে বর্ণিত নেই, অর্থাৎ সালাফদের কেউ এভাবে বের হওয়ার জন্যে আহবান করেন নি। আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার জন্যে বের হওয়াকে কয়েকটি দিনের মাঝে সীমাবদ্ধ করা যায় না, বরং একজন মানুষ তার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে লোকদের আল্লাহর দিকে আহবান করবে, তার এই সামর্থ্যকে সে কোন নির্দিষ্ট কিছু দিন যেমন চল্লিশ দিন বা এর কিছু বেশি বা কম অথবা কোন দলের মাঝে সীমাবদ্ধ করবে না। অনুরূপভাবে, একজন দায়ীর অবশ্যই ইলম থাকতে হবে। একজন লোকের অনুমতি নেই সে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করবে অথচ যে একজন অজ্ঞ মূর্খ বা জাহেল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, "(হে নবী,এদের) তুমি বলে দাও, এ হচ্ছে আমার পথ; আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহবান করি; আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণাংগ সচেতনতার সাথেই আহবান জানাই; আল্লাহ তায়ালা মহান, পবিত্র এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই"। [সূরা ইউসুফ ১০৮]

০৪। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ):

(সূত্রঃ ইমারতী ফতওয়া, আলবানী, পৃঃ ৩৮)

তাবলীগ জামা’আত আল্লাহর কুরআন এবং রসূলের হাদীসের তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং আমাদের সলফে সালিহীনদের পন্থার উপর নয়। অবস্থা যখন এই, তখন তাদের সাথে বের হওয়া জায়িয হবে না। কেননা এটা আমাদের সালফে সালিহীনদের তাবলীগের পন্থার পরিপন্থী । দা’ওয়াতের কাজে বের হবেন আলিম বা বিদ্বান ব্যক্তি। আর এরা যারা বের হচ্ছে তাদের উপর অবশ্য করণীয় হল নিজের দেশে জ্ঞান শিক্ষা করা, মাসজিদে মাসজিদে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা, যারা দা’ওয়াতের কাজ করবে তারা যেন আলিম তৈরী হয়। এ অবস্থায় তালিবে ইলমদের উচিত যেন এদেরকে তাদের দেশেই কুরআন-হাদীস শিক্ষার জন্য আহ্বান জানায়। মানুষকে আল্লাহর পথে দা’ওয়াত তাবলীগীরা কুরআন ও সুন্নাহকে তাদের মূলনীতি হিসাবে গণ্য করে না। বরং তারা এই দা’ওয়াতকে বিভক্ত করে ফেলেছে। এরা যদিও মুখে বলে যে, তাদের দা’ওয়াত কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক তা নিছক মুখের কথা, এদের কোন একক আক্বীদা বিশ্বাস নেই যা তাদেরকে একত্রিত করতে পারে।

০৫। ডাঃ জাকির নায়েক:

কোরআনের এমন কোন আয়াত জানি না যেখানে বলা হয়েছে ৪০ দিন এর জন্য চিল্লা দিতে হবে , এমন কোন সহীহ হাদীসও জানি না যেখানে এই চিল্লা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেটাকে গাস্ত ও বলা হয়ে থাকে। যেমন বছরে ৪০ দিন বা মাসে ৩ দিন , জীবনে অন্তত ১ বার এগুলো কোরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়... যদি আপনি সহীহ সনদে প্রমান পেশ করে বলেন, আপনি ডাঃ জাকির নায়েক ৪০ দিনের চিল্লায় যাবেন? আমি বলবঃ অবশ্যই , কেন নয়!

তাবলীগি জামাত মৌলিক ইসলাম হতে শত শত ক্রোশ দুরে অবস্থান করে। শুরুর দিকে এর উদ্দেশ্য এক থাকলেও বর্তমান পরিনাম অনেক ভয়াবহ। সম্প্রতি রাবি শিক্ষকগণ কর্তৃক জামাতের আমির মাওলানা ওয়াসিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনা ২০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের ঘটনা এই দলটি নিয়ে আরো একবার ভাববার অবকাশ দেয়। ইসলাম গোঁজামিল দেয়ার ধর্ম নয়, ইসলাম সত্যমিথ্যার সংমিশ্রণ নয়, ইসলাম তাঁর স্বকীয়তা বজায় রাখতে প্রয়োজনে রক্ত ঝরাতে পারে কিন্তু বাতিলের সাথে আপোস করতে পারেনা। শুধু মুরুব্বিদের মুখ থেকে শুনে নয়, নিজে কুরআন হাদিস অধ্যয়ন করুন, নিজের ধর্মকে নিজে জানুন...

আল্লাহ আমাদেরকে পথভ্রষ্টদের অনিষ্ঠ হতে রক্ষা করুন, আমিন। ওয়া আখিরি দাওয়ানা, আনিলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

-আব্দুল মোমিন